রোয়াকি ২

বৃদ্ধাশ্রমের কলকাতা এবং সাবভারশন

ত্রিদিব সেনগুপ্ত

আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলাম, সাবভারশন সিরিজের এই দুই নম্বর রোয়াকিতে এবার লিখব নচিকেতার বৃদ্ধাশ্রম নিয়ে। আর এই কদিন আগেই চোখের সামনে বাজেটটা ঘটল, স্বাধীনতার পর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বাজেট, তার মানে ভারতের ইতিহাসেই ভীষণতম বাজেট, কারণ স্বাধীনতার আগে তো আর বাজেটই ছিল না। সেই বাজেট দেখলাম, আর তারপর তাকে ঘিরে প্রতিক্রিয়া, বা প্রতিক্রিয়ার অভাব। তাই, এই দুটোকে মিলিয়েই এবারের রোয়াকি।

নচিকেতার বৃদ্ধাশ্রমে নচিকেতার পুরোনো সাবভারশনই ফিরে এসেছে, তবে একটা ভিন্ন চেহারায়। আর বৃদ্ধাশ্রম মানে আসলে তো কলকাতা। বিশ্বায়নের দাপটে যে কলকাতা ইতিমধ্যেই কাশী হয়ে গেছে। বাড়িতে বাড়িতে বৃদ্ধাশ্রম মানে ওল্ড-এজ-হোম। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা থাকেন। ছেলেমেয়েরা কোথায়? আমেরিকায়। তবে সবাই কি আর চেষ্টা করলেই আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছতে পারে? সব ভাগ্যরেখা তো সবার হাতে থাকে না। তাই কেউ কেউ ব্যাংলোরে কিম্বা বম্বেতে। তা সেই বা কী কম হল? কলকাতার নিরিখে তাও তো একরকম আমেরিকাই।

এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও সদাসর্বদাই যে কলকাতাতেই থাকেন, কখনো আমেরিকা যান না, তা কিন্তু নয়। তাদেরও কালাপানি ঠেলে যেতে হয় বৈকি, যখন তাদের প্রবাসী ছানাদের ফের ছানা হয়, আর এই সেকেন্ড অর্ডার ছানাদের মানে নাতিপুতিদের জন্যে আয়া বা বেবিসিটার রাখার যে আমেরিকান মাইনে তার চেয়ে অনেক কম পড়তাতেই কলকাতা থেকে দুচারটে বুড়োবুড়ি এনে পোষা যায়। গল্প শেষ হলে আবার তারা ফিরে আসে তাদের বৃদ্ধাশ্রমে, মানে কলকাতায়। নচিকেতার বৃদ্ধাশ্রম তাই শুধু কোনো একপিস বৃদ্ধার একটি ওল্ড-এজ-হোমের গান না, বৃহত্তর অর্থে কলকাতার জাতীয় সঙ্গীত।

সাবভারশন মানে মুখখিস্তি নচিকেতার আগের, প্রথমদিককার গানেও ছিল। 'হাসপাতালের বেডে খেলা করে শুয়োরের বাচ্চারা'। তখনও বেড়ে লেগেছিল। এই শব্দ বা শব্দবন্ধগুলো শুধু নিজেরাই যে ব্রাত্য তা তো নয়, এই শব্দের পিছনের বেদনাগুলোও ব্রাত্য। আর তাই, সেই বেদনা বহন করে চলে যে জীবন সেই জীবনও ব্রাত্য। এই পুরো অন্তজ ব্রাত্যতাকে ধাক্কা মেরে ঢোকানো হয়েছিল ওই গানে। জীবনানন্দ যখন মেঠো আটপৌরে অকবিতাসুলভ শব্দদের কবিতায় এনেছিলেন, তখন তাকেও গাল দিয়েছিল কলকাতার কাব্যচর্চার অনেক কালোয়াত। কিন্তু সেগুলোই বরং রয়ে গেল, কাব্যচর্চাটাই বদলে গেল।

আমাদের কৈশোরের যৌবনের অনেকটা সময়ই কেটেছে মফস্বল থেকে মরণাপন্ন রোগী বয়ে বয়ে কলকাতার হাসপাতালে এনে এনে, আর আমাদের অপলক চোখের সামনে প্রায় বিনা চিকিৎসায় তাদের মরে যেতে দেখতে দেখতে, আমরা তাই হাড়ে হাড়ে জানি, কী সেই বাস্তবতা যাকে কিছুতেই বিবৃত করা যায় না 'শুয়োরের বাচ্চা' এই শব্দবন্ধ ব্যবহার না করে। কিছুতেই কোনো বাক্য বলে ওঠা যায় না এই নিয়ে আরো বিকট সব মুখখিস্তি ব্যবহার না করে। এটা ঠিক যে ওটা করেও কিছু হয় না, কিছুতেই কিছু হয় না। তবু একটা আরাম হয়, সব অসহায়তার ভিতর সাবভারশনের বীভৎসতায় নিজের ক্রোধমোচনের আরাম।

কিন্তু বৃদ্ধাশ্রম গানটা এই হাসপাতালের সাবভারশনের চেয়ে আরো আরো অনেক ভয়ঙ্কর কিছু। আরো অনেক বিকট। তবে একটা জায়গায় দুটো সাবভারশনই এক। শুধু শুয়োরের জায়গায় কুকুর। তার বাইরে তফাতটা মারাত্মক। প্রথমটার নচিকেতা চমকে দিয়েছিল, বেশ ভিন্ন লেগেছিল। আর বৃদ্ধাশ্রম বাংলা গানের একটা মাইলস্টোন। গানটার ভয়ঙ্করতাটা এতটাই গভীর যে আমি এখনো একবারও গানটা শোনা শেষ করার পর স্বাভাবিক থাকতে পারিনি। বেশ কয়েক মাস গানটা ফেলে রেখে দেখলাম, আবার শুনেও সেই একই প্রতিক্রিয়া। গানটা জাস্ট শোনা যায়না, কেমন দমবন্ধ লাগে।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, কুকুর মানে কুত্তা, বা আরো ঠিক করে বলতে গেলে 'কুত্তার বাচ্চা' — যাদের নিয়ে বৃদ্ধাশ্রম গানটা বাঁধা। ঠিক এই শব্দ ব্যবহার করা হয়নি, কিন্তু গানেই রয়েছে এটা। একদম স্পষ্ট এই সাবভারশন। গানের এগার নম্বর লাইনটা হল 'স্বামী স্ত্রী আর অ্যালসেশিয়ান, জায়গা বড়ই কম'। এই যে তিনটে বিশেষ্য, নামশব্দ বা নাউন, পরপর এলো, এটা হঠাৎ করে না। এই তিনজনের মিলটা এই জায়গায় যে তারা তিনজনেই মাত্র রয়ে যেতে পারল সেই বিশাল ফ্ল্যাটে, তাদের সঙ্গে মিলতে না পেরে বৃদ্ধাকে চলে যেতে হল ওই ফ্ল্যাট ছেড়ে তার বৃদ্ধাশ্রমে। এরা, এই প্রথম তিনজনই, তাই এক, তিনজনেই ওই তৃতীয়টা, মানে অ্যালসেশিয়ান, মানে কুত্তা।

'ছেলে আমার মস্ত মানুষ মস্ত অফিসার।। মস্ত ফ্ল্যাটে যায়না দেখা এপার ওপার।। নানান রকম জিনিষ আর আসবাব দামী দামী।। সবচেয়ে কম দামী ছিলাম একমাত্র আমি।। ছেলের আমার আমার প্রতি অগাধ সম্ভ্রম।। আমার ঠিকানা তাই বৃদ্ধাশ্রম।। '

'আমার ব্যবহারের সেই আলমারি আর আয়না।। ওসব নাকি বেশ পুরোনোফ্ল্যাটে রাখা যায়না।। ওর বাবার ছবি, ঘড়ি ছড়ি, বিদেয় হল তাড়াতাড়ি।। ছেড়ে দিল কাকে খেল পোষা বুড়ো ময়না।। স্বামী স্ত্রী আর অ্যালসেশিয়ান, জায়গা বড়ই কম।। আমার ঠিকানা তাই বৃদ্ধাশ্রম।। '

এই কুত্তা ব্যাপারটাও আপতিক বা হঠাৎ করে এসে যাওয়া কোনো ক্রোধ না, পুরো গান জুড়েই এই জীবজন্তুদের বাস্তবতার তুলনাটা রয়েছে। গানের পিছনে গোটা চিন্তাটা জুড়েই। এর আগেই ছিল, 'ছেড়ে দিল, কাকে খেল, পোষা বুড়ো ময়না'। স্বামী-স্ত্রী-অ্যালসেশিয়ানের সুবিশাল ওই ফ্ল্যাটে জায়গা হলনা বুড়ো ময়নার, বুড়ো বাবা-মার যেমন হয়নি। বাস্তুচ্যুত অসহায় সেই ময়নাকে

আক্রমণকারী কাকেদের কামড়ে কামড়ে খেয়ে ফেলার বাস্তবতাকেই তার গানে নিয়ে আসছে নচিকেতা, মানে, এক কথায়, বৃদ্ধাশ্রম কলকাতার ইতিহাসকে। অ্যালসেশিয়ান ফ্ল্যাটবাড়ির অন্দরমহলকে খুলে ফেলা হচ্ছে, ঝিনচাক অ্যালসেশিয়ানতার প্রাইভেট ব্যক্তিগত অন্দরের বীভৎসতাকে প্রকাশ ও প্রকট করে তোলা হচ্ছে জনপ্রিয় বারোয়ারি পাবলিক গানের সাবভারশনে।

এরপর গানের শেষটা লক্ষ্য করুন।

'নিজের হাতে ভাত খেতে পারতো না কো খোকা।। বলতাম আমি না থাকলে রে কী করবি বোকা।। ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদত খোকা আমার কথা শুনে।। খোকা বোধহয় আর কাঁদেনা, নেই বুঝি আর মনে।। ছোট্ট বেলায় স্বপ্ন দেখে উঠত খোকা কেঁদে।। দুহাত দিয়ে বুকের কাছে রেখে দিতাম বেঁধে।। দুহাত আজো খোঁজে, ভুলে যায় যে একদম।। আমার ঠিকানা এখন বৃদ্ধাশ্রম।।'

'খোকারও হয়েছে ছেলে, দুবছর হল।। আর তো মাত্র বছর পঁচিশ ঠাকুর মুখ তোলো।। একশো বছর বাঁচতে চাই, এখন আমার ষাট।। পঁচিশ বছর পরে খোকার হবে উনষাট।। আশ্রমের এই ঘরটা ছোটো জায়গা অনেক বেশি।। খোকা আমি দুজনেতে থাকব পাশাপাশি।। সেই দিনটার স্বপ্ন দেখি ভীষণরকম।। মুখোমুখি আমি খোকার বৃদ্ধাশ্রম।।'

শেষ হচ্ছে ছেলের ছেলের কথা দিয়ে, মানে নাতির প্রসঙ্গে। এই ছেলে কিন্তু, ইতিমধ্যেই, কুত্তা হয়ে গেছে — সেটা আমরা আগেই জেনে গেছি। তার বাচ্চাও তাই কুত্তার বাচ্চা। এবং, গানের শেষ লাইনগুলোয় ওই অসহায় বৃদ্ধার শুধু খোকাকে, মানে নিজের ছেলেকে কাছে পেতে চাওয়ার উচ্ছ্বাসই নেই, আছে একটা প্রতিহিংসার আরামও। অসহায় অক্ষম মানুষের সাবভারশনের আরামের মত। প্রতিহিংসাটা এই যে, কুত্তার বাচ্চার মানে নাতির কাছে বাবা কুত্তা মানে ছেলে পাবে সেই একই কুত্তোচিত ব্যবহার। তার মধ্যেও গজিয়ে উঠবে একই অসহায়তা, একই অক্ষমতা, একই বিতাড়ন যা আজ ওই বৃদ্ধার জীবনে ঘটছে। ঠাকুরের কাছে, সর্বোচ্চ বিচারকের কাছে, মিনতি জানাচ্ছে বৃদ্ধা। অর্থাৎ, ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রতিশোধ স্পৃহার চরিতার্থতা। বৃদ্ধাশ্রমের কলকাতার অক্ষম অসহায় রাগের সাবভারশন।

এবং আজকের কলকাতায় এই গানটা আরো আরো বেশি করে গাইবার। কেন, সে কথায় পরে আসছি। তার আগে একটা মজার গল্প সেরে নি। নচিকেতার গানের ওই কুত্তাটাও কিন্তু যে-কোনো কুত্তা না, অ্যালসেশিয়ান। এই অ্যালসেশিয়ানতার একটা বাড়তি অর্থ আছে।

তখন আমি বনগাঁ লাইনের ট্রেনে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করি। একদিন ওই ভিড়ের ভিতরেই উঠলেন এক ভদ্রলোক, সঙ্গে তার স্ত্রী ও কন্যা। এই তিনজনের কারুর পোষাক-আশাকই ঠিক বনগাঁ লাইনের মত না, বেশ মাঞ্জা দেওয়া চেহারা। কিছুক্ষণের মধ্যেই এই স্মার্টসম্পন্ন ত্রয়ীর সঙ্গে চতুর্পার্শ্বস্থ আজাংড়া বনগাঁ-জনতার একটা কিচাইন উপস্থিত হল। দুএক লহমার আশকথা পাশকথার পরেই ভদ্রলোক গাঁগাঁ করে চেঁচাতে শুরু করলেন, এবং সেটা ইংরিজিতে।

এই সময়ে, ঠিক এই সময়ে, পার্টিশনের ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বনগাঁ-লাইন-কাটিং যুবক তার শরীর ও মুণ্ড এপাশে ঘুরিয়ে আনলো, এবং ভদ্রলোকের মুখ থেকে ঠিক সাড়ে চার ইঞ্চি ব্যবধানে তার মুখ এনে সোয়া তিন সেকেন্ড একদৃষ্টে চেয়ে রইল ভদ্রলোকের মুখে, এবং বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠল, 'ওরে শালা, এ যে অ্যালসেশিয়ান'।

যুবকটির ওই ক্রিয়ার ভালোমন্দের ন্যায়অন্যায়ের বিচারে যাবেন না, শুধু এইটুকু ভাবুন, 'অ্যালসেশিয়ান' শব্দটার আপামর জনমনে একটা আলাদা অর্থ আছে। এবং ওই যুবকটির ওইভাবে 'অ্যালসেশিয়ান' বলে ওঠার মধ্যে একটা স্পর্ধা ছিল, যার একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে, রাজনৈতিক ইতিহাস। যাদের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার গ্রামের কোনো মৃদু পরিচয়ও আছে, তারা প্রত্যেকেই জানেন, একসময়ের সিনেমার যে পরিচিত দৃশ্য, ঝিনচাক মানুষদের ঝিনচাক গাড়ি গ্রামে ঢোকামাত্র তার পিছনে পিছনে গ্রামের বাচ্চাদের ছুটতে শুরু করা — আর শুধু যে বাচ্চারাই ছোটে তা তো নয়, আসলে ছোটে গোটা গ্রামটাই, গোটা গ্রাম্য বাস্তবতাটাই — এই ছোটাটা গত দুই দশকের বামফ্রন্টের আমলে কী ভাবে বদলে গেছে। এখন বরং গাড়ি থেকে নামা মানেই, অনেক ক্ষেত্রেই, একটা বাড়তি কটাক্ষ বহন করা। অর্থাৎ, আপামর মানুষ সম্পন্নতাকে কী চোখে দেখবে তার প্রকরণটা বদলেছে এবং সেই বদলের একটা সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ইতিহাস আছে। এবং, এখন আবার, বিজেপির এই বাজেটের আগে ও পরে, এই গ্লোবালাইজেশনের তথা মডার্নাইজেশনের প্রহরে, ফের আবার এই রেলাটাই আক্রান্ত, এবং, দুর্ভাগ্যক্রমে, এখন আর কোনো প্রতিরোধের রাজনীতি সেখানে উপস্থিত নেই। সেকথায় আসছি আমরা।

নচিকেতার গানের কুত্তা এই বিশেষ ধরনের কুত্তা মানে অ্যালসেশিয়ান। এই অ্যালসেশিয়ানেরা কিন্তু শুধু তাদের সুবিশাল ফ্ল্যাট থেকে তাদের বৃদ্ধ মা-বাবাদের তাড়িয়েই ক্ষান্ত হয়না, আনন্দবাজারে তাদের ম্যানিফেস্টোও ছাপায়। এবার বাজেটের পরের দিন সকালের কাগজটাই ধরুন। প্রথম পাতা থেকে সম্পাদকীয়র পাতা অব্দি ভরাট করে সার্কাসের রিঙে বিবিধ ধরনের অ্যালসেশিয়ানের ক্রীড়াকৌশল। কে কত কায়দায় তার ন্যাজে কতটা পাক খাইয়ে কতটা উঁচুতে লাফাতে পারে তার প্রতিযোগিতা। একজন যদি বলে, 'এই সেই সোনার বাজেট, এবার সব অ্যালসেশিয়ানের পোঁদের লোম সোনালি হয়ে যাবে', তো অন্য আর একজন বলে, 'ধিক এই বোকামি, সোনালি টোনালি নয় ভাই, এবার সব অ্যালসেশিয়ানের গোটা পাছাটাই, মায় তার ফুটো সহ, আঠাশ ক্যারাট সোনায় বাঁধিয়ে দেওয়া হবে'। (একটা মাপ চেয়ে নেওয়ার আছে, সেদিন এই সার্কাসের একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন কল্যাণ সান্যাল)।

একদিক থেকে ঠিকই আছে এই সার্কাস। ঝিনচাক পোষাকের ঝিনচাক ফ্ল্যাটের সাহেব বা সুবো কুত্তাদের, মানে অ্যালসেশিয়ানদের, নিদেন দেশি-বিদেশি মিক্সড কুত্তাদের, কিছু লাভ এতে সত্যিই হবে, এই বাজেটে। তাই আনন্দবাজারের অ্যালসেশিয়ান ম্যানিফেস্টোয় সেটা

ছাপাও হবে বৈকি। কিন্তু বিস্ময়টা অন্যত্র। রামপন্থীদের এই বাজেটে আমাদের বামপন্থীরা কী করছিল? যারা, ঘোষিত ভাবেই, রিপ্রেজেন্ট করে বনগ্রাম ছাপ কুত্তাদের, বা সেই আওয়ারা বাস্তুচ্যুত বুড়ো অশক্ত কুত্তাদের, দুনিয়ার পথে পথে যাদের কামড়ে খায় বলিষ্ঠ হিংস্র সক্ষম কুত্তারা, সেই বামেরা তখন কী করছিল? বোধহয় তারা আরো একবার প্রমাণ করছিল যে রামের সঙ্গে বামের তফাৎ শুধু একটা দুর্লক্ষ্য ফুটকির, আর তৃতীয় বিশ্বের ছাপাখানায় একটা ফুটকি না-ছাপা হওয়াটা আর কী এমন প্রিন্টিং মিসটেক?

বাজেটের পরের দিনগুলোয় একটা মিটিং মিছিলও তো চোখে পড়েনি এই নিয়ে। বামেদের সিক্কা আধুলি সিকি এমনকি খুচরো মাপের নেতারাও এখন ব্যস্ত তাদের নির্বাচন নিয়ে, তাদের গদি বাঁচাতে। মমতা-প্রণব, প্রণব-বিজেপি, বিজেপি-সৈফুদ্দিন এইসব যাবতীয় পাটীগণিতে।

কিন্তু কী হবে এই নির্বাচনে এই গদিতে যদি আপনাদের গোটা রাজনীতিটাই নেই হয়ে যায়? তাই তো যাচ্ছে। বনগাঁ-ছাপ কুত্তাদের কী হবে? তারা কি শুধু অ্যালসেশিয়ানের কামড়েই মারা যাবে? তাদের কোনো প্রতিরোধ থাকবে না? নচিকেতার এই আদিগন্ত বৃদ্ধাশ্রমের, এই কলকাতার কথা কে বলবে? বীমা বিজাতীয়করণ হল, আপনারা তার প্রতিবাদে সই নিলেন, তারপর? জাস্ট ওই সই-পত্র সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়াতেই আপনাদের আন্দোলন খতম? এই ইশুগুলো কি আপনাদের একআধটা সরকারের, কয়েক বছরের গদির চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলনা? ওই বীমার বিজাতীয়করণ, বা ব্যাঙ্কগুলোকে জোর করে বিলগ্নীকরণে ক্ষতি তো একমাত্র নিখাঁদ দেশি কুকুরদেরই। বীমা থেকে যতটুকু শ্বাস নেওয়ার হাওয়া তার কাছে পৌঁছত তাও আর পৌঁছবে না। প্রাইভেট ব্যাঙ্কের এনিটাইম মানিতে অ্যালসেশিয়ানদের উপকার হতে পারে, কিন্তু কটা অ্যালসেশিয়ান আছে আপনার দেশে? এমনকি কটা আছে মিক্সড?

আপনাদের নিজেদের পার্টিও ধরুন, সেখানেও হাতে গোনা নেতা কটাকে নয় অ্যালসেশিয়ান বলেই ধরলাম, পার্টির পয়সায় গাড়িতে আর সেলফোনে আর পার্টিপ্রদত্ত ক্ষমতার ব্যবহারে অপব্যবহারে। কিন্তু শুধু তাদের নিয়েই তো পার্টি না? এর পরে এই অ্যালসেশিয়ানদের বকলস কিনবে কে? পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফের আন্দোলন ভাঙল, মাইনে কাটা গেল, মাস ট্রান্সফার হল, আপনাদের ইউনিয়নের ভাঁড়ুয়ারা বলল, 'তাও ভালো, চাকরি তো যায়নি'। পিয়ারলেসের ছাঁটাইয়ে কুচো টেংরির হরির লুঠ হল, কেউ পেল, কেউ পেলনা, নেতারা বললেন, 'ওই নিয়ে নিন, এর পরে আর ওটুকুও পাবেন না'। আর কত? আর কত? এও কি আবার অতি অল্প হইল?

এখন এই যে একের পর এক মেনে নিচ্ছেন, এর পরে কি আপনারা নিজেরাও থাকবেন? কাকে নিয়ে থাকবেন? শুধু অ্যালসেশিয়ানদের নিয়ে? আপনাদের তো সংগঠন ছিল, সংখ্যা ছিল, যার দশমিক শূন্য পাঁচ শতাংশ নিয়ে কত বড়াই করেন আপনারা কাগজে টিভিতে, সেই শূন্য পাঁচ সংখ্যক লোক দিয়েই তো আপনারা গোলযোগ তৈরি করতে পারতেন, বিরুদ্ধতা করতে পারতেন। একসময় আপনাদের প্রাতঃস্মরণীয় এক নেতা জানিয়েছিলেন বক্তৃতা সভায়, 'কেন আমাদের গুলিতে কি নিরোধ পরানো যে নকশাল মারতে পারিনা আমরা?' এখন আপনারা কি জাম্বো সাইজের আস্ত আস্ত সব ওই একই জিনিষ পরে আছেন আপনাদের ধুতির উপরেই, আপনাদের সর্ব অঙ্গ জুড়ে, এমনকি আপনাদের মুণ্ডর উপর দিয়েও? আধুনিকীকরণের আপত্তি না, ব্রাত্য অসহায়ের প্রতি ক্ষমতার করা অন্যায় মেনে নেওয়ার বিরুদ্ধে আপত্তি — কিছু একটা করুন, এই মানুষেরা আর তাদের প্রতিরোধ হাওয়া হয়ে গেলে আপনারাও যাবেন। বৃদ্ধাশ্রমের ঘরে ঘরে, বা বৃদ্ধাশ্রমটুকুও না-জোটা রাস্তায় শুকিয়ে মরে পড়ে থাকা বৃদ্ধ অশক্ত আওয়ারা কুত্তারা — এরা একদিন আপনার কান্নায় কাঁদত, আপনার হাসিতে হাসত। এদের অনেক বেদনার ইতিহাসে বোঝাই আপনাদের হাইটেক বকলস। এই অশক্ত কলকাতাকে, নচিকেতার বৃদ্ধাশ্রমকে ভুলে যাবেন না।

এবারের বাজেটে এটা খোদাই হয়ে এল যে আর কোথাও কোনো শ্রমিক আন্দোলন হবে না, একশোর উপরে শ্রমিক থাকলেই সেখানে মালিক যা খুশি তাই করতে পারবে। সেটাকে মেনে নিলেন আপনারা? কেন? জনমত আপনাদের বিপক্ষে বলে? জনমত কেন বিপক্ষে গেল? সে তো আপনার পার্টির নিজস্ব অ্যালসেশিয়ানদের মাংস যোগাড় করতে করতেই? সেই অ্যালসেশিয়ানদের আপনারা তাড়ালেন না কেন? কেন দেশি কুত্তাদের চিৎকার আপনাদের কমিটি মিটিং অব্দি পৌঁছনোও বন্ধ হয়ে গেল? তাহলে ফের আপনি নির্বাচিত হয়েই বা কী করবেন? আরো অ্যালসেশিয়ান বাড়াবেন পার্টিতে?

আপনারা আপনাদের অ্যালসেশিয়ানরা কি আসলে বিজেপির বি-টিম হয়ে উঠতে চাইছেন? আর বিজেপি তো নিজেই বি, মানে বি দিয়ে শুরু, তার আবার বি মানে তো সি, আপনারা কি সিজেপি হতে চাইছেন? কমুনিস্ট জনতা পার্টি, বিপ্লবী জন-পার্টি — আপনাদের কর্মসূচীর 'রেভলিউশানারি মাসপার্টি'-র অনুবাদ?

সেদিন এক বৃদ্ধা কেঁদে ফেললেন তার সঞ্চয়ের টাকার কথা বলতে গিয়ে। তার স্বামী মারা যাওয়ার আগে রেখে গিয়েছিলেন এনএসসিতে। সেই টাকার সুদেই তার নিজের আর তার বৃদ্ধাতর ননদের দিনগুজরান হয়। তিনি এখন কী করবেন? সরকার তো সুদ কমিয়ে দিচ্ছে? এবং সেই কমানোটা পিছন থেকে ছুরি মেরে, কারণ যখন তাকে বিক্রি করা হয়েছিল ওই এনএসসি তখন তো প্রতিশ্রুতিটা ছিল ভিন্ন। আজ, বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর সরকার তার প্রতিশ্রুতি বদলাচ্ছে। কলকাতা মানে তো বৃদ্ধাশ্রম, আগেই বলেছি, তাই তার বাড়বাড়ন্ত দেখুন ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে — ওই এনএসসি ইত্যাদিতে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রসঞ্চয়ের পরিমাণ অন্য অনেক রাজ্যের তুলনায় কয়েক গুণেরও বেশি। ওই এনএসসির টাকাতেই চলে কত সংসার। এই সংসারগুলোর, এই বৃদ্ধবৃদ্ধাদের, কলকাতা জোড়া এই বৃদ্ধাশ্রমের কী হবে? তাদের জাস্ট 'ছেড়ে দিল, কাকে খেল'? আর কিছু না? আর কিচ্ছু না?